গান

(প্রথম উচ্ছ্বাস)

শ্রীবিহারিলাল সরকার বিরচিত

কলিকাতা

২০১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট

শ্রী গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় প্রকাশিত

১৩০৯

RARE

মূল্য আট আনা।

RARE

কিঞ্চিৎ পরিচয়।

বাঙ্গালী পাঠকপাঠিকা আর যাহাই হউন;—সর্ব্বংসহা, সন্দেহ নাই। তাঁহাদের প্রাণে যে অনেক সয়;—সহে না বুঝি কেবল সাহিত্য-সেবীর অনধিকারচর্চ্চা। যৎকিঞ্চিৎ গদ্য-সাহিত্য-চর্চ্চাই যাহার কাজ, তাহার পক্ষে গীত রচনা অনধিকার চর্চ্চা বৈকি; কিন্তু জানিয়া শুনিয়া এ দৌরাত্ম্য কেন?

প্রথম কারণ,—গীতগুলি কবি-যশঃ-কামনায় নহে,—অনুরোধে রচিত। দ্বিতীয় কারণ,—পুস্তকাকারে প্রকাশার্থ কয়েকটি সাহিত্য-সুহৃদের সাগ্রহ উত্তেজনা। সুতরাং দৌরাত্ম্য আমার একার নহে। 'বঙ্গবাসীর' স্বত্বাধিকারী ভক্তিভাজন শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু মহাশয় আমার সাহস বাড়াইয়া দিয়াছেন। কীর্ত্তন এবং অন্যান্য অনেকগুলি গান 'বঙ্গবাসী'তে প্রকাশ করিয়া তিনিই পক্ষান্তরে গীতগুলি গ্রন্থাকারে প্রকাশের বীজ বপন করেন। তাহার পর শ্রদ্ধাস্পদ সুহৃদ্‌;সাহিত্য-সম্পাদক শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সমাজপতি, সহযোগি-সুহৃদ শ্রীযুক্ত হরিমোহন মুখোপাধ্যায় এবং বিখ্যাত পুস্তকপ্রকাশক ও পুস্তকবিক্রেতা শ্রীযুক্ত গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় মহোদয়গণ বপিত বীজের অঙ্কুরোদ্গমে সহায়তা করিয়াছেন। বাঙ্গালা সাহিত্যের মহারথী শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয় আমার কীর্ত্তন, আগমনী,

বিজয়া প্রভৃতি গান শুনিয়া আন্তরিক প্রীতি প্রকাশ করেন। তাহাতে আমার সাহস আরও বাড়িয়া যায়।

গান রচিত হইল ; পুস্তকও প্রকাশিত হইল ; কিন্তু প্রচারের কি ?—সে বড় সৌভাগ্যের কথা। মান্যবর বন্ধু শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্র নাথ দত্ত এম, এ, বি,এল, মহাশয় প্রচারোদ্দেশে সুগায়ক দ্বারা গানগুলি গাওয়াইবার পরামর্শ দিয়াছিলেন। কোন গায়ককে সেরূপ অনুরোধ করিতে সহসা কেমন যেন সঙ্কোচ আসিয়া পড়ে। তবে যাঁহারা স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া গাহিয়াছেন বা গানে সুর দিয়াছেন, তাঁহাদের নিকট আমি চিরকৃতজ্ঞ। বিশেষতঃ আমার অকৃত্রিম সুহৃদ ও সঙ্গীত-শাস্ত্রে বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত রায় বৈকুণ্ঠনাথ বসু বাহাদুরের নিকট আমার ঋণ অপরিসীম। আমার অধিকাংশ গান তাঁহারই প্রদত্ত সুরলয়ে গঠিত।

"যূথিকা" "অম্লমধুর" প্রভৃতি গ্রন্থপ্রণেতা,—হিতৈষী-সম্পাদক,—আমার অভিন্নহৃদয় বন্ধু,—শ্রীযুক্ত কালীচরণ মিত্র বি, এ, গানগুলির যথাবিন্যাসে ও অন্যান্য বিষয়ে আমার যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন। তাঁহার নিকট আমি চিরকৃতজ্ঞ।

কলিকাতা-দর্জ্জিপাড়ার "সুহৃদ্-সঙ্কীর্ত্তন সমিতি"র সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে গান-রচনায় প্রবৃত্ত হই। কিন্তু প্রবৃত্তি প্রাণে জাগাইল কে ? জাগরূক রাখিয়াছে কে ? প্রবৃত্তিদাতা যিনি,—সিদ্ধিদাতাও অবশ্য তিনি,—সেই শ্রীহরি। বাসনা কি পূরিবে না ? বাসনা,—সুধীমণ্ডলী আমার গান পড়িবেন এবং গাহিবেন।

কলিকাতা,
দর্জ্জিপাড়া, ১০নং রামচাঁদ নন্দীর গলি,
১লা বৈশাখ, ১৩০৯ সাল।

শ্রীবিহারিলাল সরকার।